পঞ্চানন শিব প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

''ধ্যায়েন্‌নিত্যং মহেশং রজত-গিরি-নিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশু-মৃগ-বরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্‌।
পদ্মাসীনাং সমন্তাৎ স্তুতমমরগর্ণৈব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্বরূপং নিখিলভয়-হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম''।।

—অর্থাৎ, রজতগিরির ন্যায় শুভ্রদেহ, সুন্দর চন্দ্রযুক্ত কিরীটধারী রত্নভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্তে পরশু

মুদ্রা, বামের ঊর্ধ্ব হস্তে মৃগমুদ্রা, দক্ষিণের অধোহস্তে বরমুদ্রা ও বামের অধোহস্তে অভয় মুদ্রাধারী প্রসন্ন, শ্বেত পদ্মাসীন, চতুর্দিকে দেবগণ কর্তৃক বন্দিত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, বিশ্বের আদিকারণ বিশ্বরূপ নিখিল ভয়হর 'পঞ্চবক্ত্র' ত্রিনেত্র মহেশকে নিত্য ধ্যান করিবেন।

সুধী সাধকগণ মহেশের এইরূপই ধ্যান করিয়া থাকেন। সগুণ বিরাট পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত পঞ্চানন শিব অনিরুদ্ধ পরমশিব রূপে বিশ্বের আদিকারণ ও বিশ্বাত্মারূপে বিশ্বের রূপ। পঞ্চানন শিবের পঞ্চমুখ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য, এইরূপে পঞ্চানন শিব পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র সমন্বিত। এই পঞ্চানন শিব হইলেন 'পরমশিব' যিনি পরমব্রহ্ম স্বরূপ পুরুষোত্তম অনিরুদ্ধরূপী 'পরমশিব'। প্রথমে শিবের ঊর্ধ্বমুখ হইল মুক্তবর্ণ, পীতবর্ণ পূর্ব মুখ, পয়োদ (নীলমেঘ) বর্ণ হইল দক্ষিণ মুখ, শ্যাম-মেঘবর্ণ পশ্চিম মুখ এবং লোহিত জবাপুষ্প সদৃশ বর্ণ হইল উত্তর মুখ। এই পঞ্চাননের মুখাদি পাশাপাশিও ধ্যান করা যায়। মূল কথা হইল যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (সদাশিব), ঈশ্বর ও রুদ্র, এই পঞ্চশক্তি সমন্বিত হইলেন পঞ্চানন শিব। পঞ্চাননের সমষ্টিভূত শক্তির আসনে পরমশিব ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া তাঁহার নাভিকমল হইতে দেবী ষোড়শীকে উদ্ভুত করেন। এই ষোড়শী দেবী হইলেন সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে ঋষিশিল্পে তৃতীয় মহাবিদ্যা স্বরূপা 'শ্রী বিদ্যা'।

যিনি নিত্যানন্দময় দেহধারী, শক্তির সহিত অভিন্ন, যিনি চন্দ্রকলারূপ মুকুটধারী ও বাক্যের অধীশ্বর এবং নাদস্বরূপ, যিনি সর্বদা অ-কারাদি পঞ্চাশদ্‌ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত, যিনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শব্দ ও অর্থরূপ চরাচর জগৎকে ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান, যাঁহাকে বিশ্বান্তর্গত ও বিশ্বাতীত চৈতন্যস্বরূপ শব্দব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, তিনিই হইলেন সেই বিশুদ্ধ কলাত্মা শক্তিস্বরূপ তেজোময় 'পরমশিব'। বিশ্বব্যাপী সেই শব্দব্রহ্মরূপ চৈতন্য আমাদের দেহ মধ্যেও বিরাজমান। এই শব্দব্রহ্মরূপ অখণ্ড চৈতন্য যখন দেহাভ্যন্তরস্থ মূলাধার চক্রে কুণ্ডলী (কুণ্ডলীভূত সর্পাকৃতি বায়বীয় জ্যোতিস্বরূপা শক্তি) সদৃশ নাড়ী দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি 'কুণ্ডলিনী' নামে অভিহিত হন। এই কুণ্ডলিনী মূলাধারের কেন্দ্রস্থ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গেশ্বর শিবকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করেন। দেহমধ্যে সেই কুণ্ডলিনী স্বরূপ চৈতন্য সর্বস্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত দেহে বায়ু দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া কণ্ঠ, নাসিকা প্রভৃতি করণ স্থানে উপস্থিত হইলে সত্তাকে শুদ্ধ বাঙ্ময় করিয়া তোলে, যাহার ফলে মনের ভাব সমূহাদি গদ্য-পদ্যাদি বর্ণরূপে আবির্ভূত হন। এই পরমশিব শম্ভু হইতে সর্বব্যাপী সর্বসাক্ষী বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, নিগ্রহ ও অনুগ্রহরূপ কার্য্য পঞ্চকের কর্তা 'সদাশিব' আবির্ভূত হন। তৎপরে সদাশিব হইতে ঈশ্বর হইলেন, তাহা হইতে রুদ্রের আবির্ভাব হইল; তৎপরে বিষ্ণু, তাহার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। —

'সদাশিবাদ্‌ ভবেদীশস্ততো রুদ্র-সমুদ্ভবঃ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেবং সমুদভবঃ।।'

— শারদাতিলকতন্ত্রম্‌

কলাত্মা (শক্তিস্বরূপ) বিন্দু রূপই পরমশিব। পরমব্রহ্মের কলা (বিন্দু) বা শক্তির এক একটি অবস্থাই এক একটি বিগ্রহের স্বরূপ। শক্তির যে অবস্থায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্য পঞ্চকের আবির্ভাব হয় সেই অবস্থা বিশেষ বিশিষ্ট শক্তির সহিত অভিন্ন পরমশিবই সদাশিব। অনুগ্রহ ও নিগ্রহ প্রধান শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই ঈশ্বর। ইচ্ছাশক্তি প্রধান শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই রুদ্র। ক্রিয়াশক্তি প্রধান শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই ব্রহ্মা। জ্ঞানশক্তি প্রধান মায়া বা শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই বিষ্ণু। তত্ত্বগতভাবে এই শিব ও শক্তি নানা নামে অভিহিত

হন। তাহার পর সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ সৃষ্টিতে উন্মুখ বিন্দুরূপ অব্যক্ত পরমশিব হইতেই সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ স্বরূপ অন্তঃকরণাত্মক মহৎতত্ত্বের সূচনা হয়।

শিবের পঞ্চানন হইবার একটি পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। — একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া গঙ্গার প্রবাহে নামিয়া স্নানান্তে আহ্নিক করিতেছিলেন। এমন সময় দেবী পার্বতী (দুর্গা) শবের মতো ভাসিতে ভাসিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে পরে তিনি তাঁহাকে শব মনে করিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। তখন পার্বতীদেবী পুনরায় ভাসিতে ভাসিতে বিষ্ণুর নিকট গেলে পরে তখন তিনি তাঁহাকে অশুচি ভাবিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। তখন পার্বতীদেবী শবের মতো ভাসিতে ভাসিতে শিবের নিকটে গিয়া ঠেকিলে শিব তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। পার্বতী তখন প্রীত হইয়া সহাস্যে বলিলেন, ''ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাহাকে মৃত বলিয়া পরিহার করিল তুমি তাহাকে চিন্ময়ী বলিয়া চিনিতে পারিলে বলিয়াই তুমি 'মৃত্যুঞ্জয়'।'' ব্রহ্মার চতুরানন ও বিষ্ণুর এক আনন মিলিয়ে শিব তখন 'পঞ্চানন' হইলেন।

যোগতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্মা হইলেন আত্মদ্রষ্টা। তাই তিনি সর্বত্র আত্মচৈতন্যের প্রকাশই দর্শন করিতে সক্ষম। বিষ্ণু দেখেন আত্মা ও প্রাণকে অর্থাৎ, বিষ্ণু প্রাণরূপে প্রবহমান চিন্ময় আত্মার সর্বব্যাপীত্বকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম। শিব দেখেন আত্মা, প্রাণ ও দেহকে একত্রে; অর্থাৎ, শিব সেই অব্যয় আত্মার (পার্থিব স্থূল তনু পর্য্যন্ত) সর্বভূতন্তর্গত বস্তু সমূহাদিকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও চিন্ময় দেখেন। অর্থাৎ, এই বিশ্বে জড় ও চেতন রূপে যে চৈতন্যই বিরাজিত শিবব্রহ্ম তাই বোধ করেন।

— ওম তৎ সৎ —